আলমডাঙ্গায় মাদক সেবনের দায়ে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান

আলমডাঙ্গায় গাঁজা সেবনের দায়ে ক্যানেলপাড়ার রোকন (৩২) নামের একজনকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

গতকাল রবিবার বিকেলে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডল এ আদালতের মাধ্যমে রায় দেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার টকিজ সিনেমা হল পাড়ার খবির উদ্দিনের ছেলে রোকন দীর্ঘদিন যাবৎ মাদক সেবন করে আসছে।

নেশাগ্রস্থ অবস্থায় রোকন রাস্তায় মাতলামিসহ পরিবারের লোকজনের উপরে বিভিন্ন ধরণের সংঘাত সৃষ্টি করে।

এ ঘটনায় রোকন গতকাল দুপুরে নিজ বাড়ির পাশে নেশা করছিলো।এমন সংবাদ পুলিশের নিকট জানালে তাকে আটক করে।

পরে আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার পুলক কুমার মন্ডলকে জানালে তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করে।

মেহেরপুর জেলা যুবলীগের ইফতার মাহফিল

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি মহোদয়ের পরামর্শে কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সারফারাজ হোসেন মৃদুল-এর আয়োজনে ইফতার মাহাফিল অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল রবিবার সন্ধ্যার মেহেরপুর জেলা শিশু পরিবারে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

এসময় মেহেরপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল-এর সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাদু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন আনু সহ বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে অসহায় কৃষকের ধান কেটে দিল জেলা ছাত্রলীগ

করোনার প্রাদুর্ভাবে অসহায় হয়ে পড়া ঝিনাইদহের এক কৃষকের পাকা ধান কেটে দিয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

গতকাল রবিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার মুরারীদহ গ্রামের হতদরিদ্র কৃষক আক্কাস আলীর জমির ধান কেটে দেন জেলা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে কৃষক আক্কাস আলীর ২ বিঘা জমির পাকা ধান কেটে দেন তারা। জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল’র নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন ছাত্রলীগ কর্মী এ কর্মসূচীতে অংশ নেয়।

জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি রানা হামিদ বলেন, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সবসময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে থাকে। আমরা জানতে পারি অর্থ সংকটের কারণে ভ্যানচালক কৃষক আক্কাস আলী জমির পাকা ধান কাটতে না পেরে বিপাকে পড়েন।

খবর পেয়ে আমরা এই অসহায় কৃষকের ধান কেটে সহযোগিতা করতে পেরে আমরা গর্বিত। জমির ধান কেটে দেওয়ায় খুশি কৃষক আক্কাস আলী।

আলমডাঙ্গায় পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকা জুড়ি জনতার হাতে আটক

আলমডাঙ্গার আটকপাট এলাকায় পরকীয়া প্রেমিক-প্রেমিকা ঘুরতে গিয়ে বেরসিক জনতার হাতে আটক। গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে।
এ ঘটনায় ২ জন প্রেমিক-প্রেমিকাকে পরিবারের লোকজনের নিকট হস্তান্তর করেছে এলাকাবাসী।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কোর্টপাড়া নবিছদ্দিনের ছেলে হাসানের সাথে একই এলাকার সাহাদৎ হোসেন ওরফে সোহাগের স্ত্রীর সাথে দীর্ঘদিন পরকীয়া প্রেমে লিপ্ত হয়।

এরই সূত্র ধরে গতকাল রবিবার দুপুর ২ টার দিকে আলমডাঙ্গার আটকপাট এলাকায় ঘুরতে যায়। সুযোগে তারা জরাজরি করতে থাকলে স্থানীয় রসিক জনতা তাদের আটক করে।

পরে মেয়ের মা আয়েশা খাতুনের নিকট তারা তুলে দেয়।

দামুড়হুদার ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে জেল জরিমানা

দামুড়হুদার বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

গত শনিবার দুপুরে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান দামুড়হুদা বাজারে মালিক সুপার মার্কেটে এই ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, মহামারী করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে ও লকডাউন বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান দামুড়হুদার বাজারে

মালিক সুপার মার্কেটে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করার সময় মাস্ক পরিধান না করা, স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দুই জনকে জেল জরিমানা করা হয়েছে।

১ জন কে ৫০০ টাকা অনাদায়ে ৩ দিনের কারাদন্ড আরও একজনের ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দিলারা রহমান।
এসময় তিনি বলেন, সকলে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলুন সুস্থ থাকেন। সরকারি নির্দেশনা অমান্য করলে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার কে ঝুকিতে ফেলবেন না। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।
আদালত পরিচালনায় সহযোগীতা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসের পেশকার জিহন আলি ও দামুড়হুদা থানা পুলিশ।

গাংনী হাসপাতালে নার্স ও বড়বাবুর নাচ ভাইরাল

একের পর এক চিকিৎসা সেবাই নিয়োজিতদের নাচ, লুডু খেলাসহ নানা কর্মকান্ডের ভিডিও ভাইরাল হচ্ছে। এবার ভাইরাল হয়েছে মেহেরপুরের গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স রাফিজা ও অফিসের বড়বাবু লিটনের নাচ। নার্স রাফিজা নেচেছেন আর তারই সহকারী মোবাইলে তা ভিডিও করেন। এ ভিডিও সোস্যাল মিডিয়াসহ আমাদের প্রতিনিধির হাতে এসে পড়ে।

জানা গেছে, কয়েকমাস আগে একটি অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সকল কর্মকর্তা কর্মচারী অংশ গ্রহণ করেন। ওই অনুষ্ঠানে নাচ করেন নার্স রাফিজা ও বড়বাবু আসাদুল ইসলাম লিটন। ভিডিও করেন নার্স আমেনা। পরে ওই ভিডিও ক্লিপটি ফেসবুকে চলে যায়। সাথে সাথে চলে আসে বিভিন্ন হাতে। মুহুর্তে ভাইরাল হয় ভিডিওটি।

ভিডিওটি দেখার পর নানা জনে নানা মন্তব্য করেছেন। অনেকেই নার্সদের এ নাচ ভাল চোখে গ্রহণ করেননি। বিরুপ মন্তব্যে তোপের মুখে পড়েন নার্স রাফিজা ও বড়বাবু লিটন। কেউ কেউ বলেছেন, করোনা মহামারীর

সময় নার্স আর বড়বাবুর এমন নাচ করে উল্লাস প্রকাশ হীণ মন মাসিকতার পরিচয়। আবার একটি সুত্র বলেছে, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের এক স্বাস্থ্য কর্মকর্তার বদলীতে উল্লাস প্রকাশ করে নাচ করেন বড়বাবু ও নার্স রাফিজা। লিটনের সাথে অন্যরকম সম্পর্ক আছে বলেও মন্তব্য করতে ছাড়েননি স্থানীয় লোকজন। ইতোমধ্যে লিটনের বদলী হয় মাগুরা জেলার মহাম্মদপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে। আসাদুল ইসলাম লিটন বলেন, আমাদের অফিসে একটি অনুষ্ঠান চলছিল। সেই অনুষ্ঠানে অনেকেরই অনুরোধে নেচে ছিলাম। সে নাচ আমেনা সিস্টার তার মোবাইলে ভিডিও ধারন করেন এবং তা হিংসাত্বক মনোভাব নিয়ে আমাদের ফাসানোর জন্য বিভিন্ন মানুষের কাছে সরবরাহ করে। বিষয়টি অফিসিয়াল নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়েছে।

নার্স রাফিজা জানান, কোন হীণ মানসিকতার বা উল্লাস প্রকাশের জন্য নাচ করেননি তিনি। একটি অনুষ্ঠানে নাচ করেছিলেন আর তার সহকর্মী সেটি ভিডিও করেন। এ নাচ এভাবে ভাইরাল হবে সেটা তিনি বুঝতে পারেন নি।
নার্স বড়বাবুর নাচের ভিডিও টক অব দ্য উপজেলায় পরিনত হয়েছে।

গাংনীতে বিকাশ এজেন্টের বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্নসাতের অভিযোগ

পিন নম্বর মনে না থাকায় এতিম এক শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা হারাতে বসেছিলেন নানী লাল ভানু। গাংনী সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৮ম শ্রেনীর ছাত্রীর উপবৃত্তির টাকা বিকাশ থেকে তুলতে গিয়ে ছিলেন নিজ গ্রাম পূর্বমালসাদহ গ্রামের তোমা রমা নামের একটি বিকাশ দোকানে। দোকান মালিক মাসুদের কাছে গিয়ে পিন নম্বর মনে না থাকায় তিনি দোকান মালিক মাসুদকে বলেন, এর আগেও দু’বার তুলেছো যদি পারো তুলে দাও। এই সুযোগে কৌশলে নিজের নম্বরে ১২শ টাকা সেন্ড মানি করে হাতিয়ে নেন এবং তাকে বলেন বিকাশে টাকা নেই। টাকা

আসার পরেও বলে টাকা নেই হতাশা নিয়ে ফিরে যান নানী লাল ভানু। তবে স্থানীয় কয়েক জনের কাছে জানালেও স্থানীয়রা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়নি। ফলে উপবৃত্তির টাকা হারায় শিক্ষার্থী।
গাংনী পৌরসভাধীন পূর্বমালসাদহ গ্রামের লালভানু জানান, তার বিকাশ নম্বর থেকে গ্রামের মোড়ের দোকানদারে কাছে এই মাসে আগে দুই দিন টাকা তুলেছি। একবার ৬শ তার পরের বার ১২শ, তারপরের বার ১২শ টাকা তুলতে যাওয়ার সময় পিন নম্বর নিতে মনে ছিল না। দোকানদার মাসুদকে বললাম পিন নম্বর নিয়ে আসা হয়নি এর আগে তুমি তুলেছো মনে থাকলে একটু তুলে দাও। তখন সে ফোন নিয়ে কি করলো তারপর ফোন দিয়ে বললো টাকা নেই। পরে আমি তার চাচাকে দেখালে সে বলে ফোনে টাকা নেই। এইসব নিয়ে আলোচনা সমালোচনা শুরু হলে মাসুদের চাচা এসে শুক্রবার সন্ধ্যায় ৫শ টাকা দিয়ে যায়। সে সময় তিনি বলেন আমিতো যাকাত দেই তুমি নাতনীর জন্য এই টাকাটা রাখো আবার টাকা দিবো। শনিবার বিকেলে সেই ব্যাক্তি আরও ৭শ টাকা দিয়ে মোট ১২শ টাকা দিয়েছেন। লালভানুর মোবাইল বিকাশের ম্যাসেজে দেখা যায় এপ্রিলের ২৪ তারিখে একটি বিকাশ নম্বরে সেন্ড মানি করে ৬শ টাকা,২৬ তারিখে অন্য একটি বিকাশে সেন্ডমানি করা হয়েছে ১২শ ও ২৭ তারিখেও সেন্ডমানি করা হয়েছে। ২৪ তারিখে যে নম্বরে সেন্ডমানি করে মাসুদ লালভানুকে ৬শ টাকা দিয়েছিলেন একই নম্বরে। কিন্তু সেন্ডমানি করে টাকা নিলেও বৃদ্ধা লালভানুকে টাকা না দিয়ে বলে দেন বিকাশে টাকা নেই। অথচ ঘটনার জানাজানি হলে মাসুদের চাচা মোট ১২শ টাকা দিয়ে বলেন আমিতো যাকাত ফেতরা দেই এটা দিয়েই তোমার নাতনীকে জামা কাপড় কিনে দিও।

ঝিনাইদহে যুবককে গলা কেটে হত্যা

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার চুটলিয়া গ্রামে সম্রাট হোসেন (২৭) নামে এক যুবকের রক্তাক্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তিনি চুটলিয়া দক্ষিণ পাড়ার সমীর উদ্দিনের ছেলে।
পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার

জন্য অভিযান শুরু করেছে

স্থানীয় এলাকাবাসী জানিয়েছে, শনিবার (১ মে) রাত ১০টার দিকে চুটলিয়া দক্ষিণ পাড়ার জনৈক মন্টু মেম্বারের বাড়ির পাশে সম্রাটের লাশটি পড়ে ছিল। তার গলায় ও ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, এখন ঘটনাস্থলে রয়েছেন। গ্রামবাসী অভিযোগ করেছে একই গ্রামের গোলাপ হোসেনের ছেলে সবুজের সঙ্গে নিহত সম্রাটের বিরোধ ছিল। অপরাধী কে বের করার জন্য অভিযান শুরু করেছে

দর্শনায় মাদক সম্রাট কালাম ৫৪ বোতল ফেনসডিলসহ গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়ার এলকার চিহ্নত মাদক সম্রাট আবুল কালাম কে ৫৪ বোতল ফেনসডিল সহ গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।পুলিশ ও এলাকাবাসি সুত্রে জানা গেছে গতকাল শনিবার রাত ১০ টার দিকে দর্শনা থানার চৌকস অফিসার ইনচার্জ ওসি মাহাবব্বুর রহমান কাজলের নেতৃত্বে এস আই আলমগীর কবির ও এ এস আই মামুন সঙ্গীয় ফোর্স সহ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় আকন্দবাড়িয়া মুচি পাড়ার সোহরাবের কাঁঠাল বাগানে।এ সময় পুলিশ চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমমপুর ইউনিয়নের দর্শনা থানার আকন্দবাড়িয়ার মৃত্য শামসুল হকের ছেলে মাদক সম্রাট আবুল কালাম(৪৫) কে সোহরাব হোসেনের কাঁঠাল বাগানের ভিতর থেকে ভারতীয় প্লাষ্টিকের বস্তা দিয়ে মোড়ানো ৫৪বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল সহ তাকে গ্রেফতার করে।

সে দীর্ঘদিন ধরে পাইকারি ও খুচরা ফেনসডিল বিক্রি করতো বলে এলাকাবাসি জানায়। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে এবং কিছুদিন আগে ৫০০ বোতল ফেনসডিল সহ ধরা পড়েছে বলে জনশ্রুতি রয়েছে।এ ঘটনায় এস আই আলমগীর কবির বাদি হয়ে আবুল কালামের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা দায়ের করে। গতকালই তাকে চুয়াডাঙ্গা কোট হাজতে

কাঙ্গালিনী সুফিয়ার পাশে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ

কুষ্টিয়া শহরের জেলখানা মোড় থেকে ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে চৌড়হাস ফুলতলায়। তার আগেই এরশাদনগর নামক বস্তি এলাকা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ প্রকল্পে আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ তে একটা ঘর বরাদ্দ পেয়েছিলেন ‘বুড়ি হইলাম তোর কারণে’ গানের গায়িকা কাঙ্গালিনী সুফিয়া।
সেখানেই এক মেয়ে ও নাতনি নিয়ে তার বসবাস। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার স্মৃতিশক্তি লোপ পেয়েছে। তাছাড়া আগের মতো আর গান গাইতে পারেন না। আর এখন করোনার প্রাদুর্ভাবে সব কিছু বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন তিনি।
কাঙ্গালিনী সুফিয়াকে নিয়ে সম্প্রতি কুদ্দুস বয়াতির একটি ভিডিও ভাইরাল হলে বিষয়টি নজরে আনেন কেন্দ্রীয় ছাত্র লীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়। এরপর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতির সাথে আলাপ করে কাঙ্গালিনী সুফিয়াকে খাদ্য সামগ্রীর পাশাপাশি নগদ অর্থ দিয়ে তার পাশে দাঁড়ায়।
শনিবার (২১ মে) বিকালে জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিক খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন কাঙালিনী সুফিয়ার হাতে।
জেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আতিকুর রহমান অনিক জানান, কাঙ্গালিনী সুফিয়ার বর্তমান অবস্থা শোচনীয়। তার ঘরে খাবার নেই, নেই ওষুধ কেনার টাকা। করোনা পরিস্থিতিতে কুষ্টিয়ায় আটকা পড়ে। তার আগে কুদ্দুস বয়াতীর একটি ভিডিওতে সাহায্য চেয়ে বাঁচার আর্তনাদ জানান এ শিল্পী। বিষয় টি নজরে আনেন কেন্দ্রীয় ছাত্র লীগের সভাপতি আল নাহিয়ান খান জয়। এরপর ছাত্র লীগের সার্বিক সহযোগিতা এবং তত্বাবধানে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের পক্ষ থেকে জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঈদ উপহার সামগ্রী ও অর্থ সহায়তা প্রদান করি।
প্রধানমন্ত্রীর সহযোগিতাও কামনা করে কাঙ্গালিনী সুফিয়ার বলেন, গতবছর কুষ্টিয়ার ডিসি অফিস থেকে ১০ কেজি চাল ও এক কেজি আলু পেয়েছিলাম। মাঝে লালন একাডেমি থেকেও কিছু খাদ্য সামগ্রী পেয়েছিলাম সেগুলোও নেই। আমার বয়স হয়েছে। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। ওষুধ কেনার টাকাও নেই। তেমন কেউ খোঁজও নেয় না। এখানে আমি যে ঘরে